ত্রয়োদশ অধ্যায়

দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ

এই অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের ভয়ে ইন্দ্রের পলায়ন এবং বিষ্ণু কর্তৃক তাঁর রক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

বৃত্রাসুর বধ করতে সমস্ত দেবতারা যখন ইন্দ্রকে অনুরোধ করেন, তখন বৃত্রাসুর ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে ইন্দ্র তাঁদের সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু দেবতারা তাঁকে আশ্বাস দেন যে, বৃত্রাসুরকে বধ করলে ব্রহ্মহত্যার ভয়ের কোন কারণ নেই, কেননা ইন্দ্র নারায়ণ-কবচ অথবা স্বয়ং ভগবান নারায়ণের দ্বারা রক্ষিত। নারায়ণের নামাভাসের ফলে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি লাভ হয়। দেবতারা ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে উপদেশ দেন, যার ফলে নারায়ণ প্রসন্ন হবেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে সমগ্র জগৎ বিনাশের পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়।

দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রাসুর বধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হলে সকলে সুখী হলেও ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি, কারণ তিনি বৃত্রাসুরের মাহাত্ম্য জানতে পেরেছিলেন। এটিই মহৎ ব্যক্তির স্বভাব। মহৎ ব্যক্তি কোনরূপ নিন্দনীয় কাজ করে ঐশ্বর্য লাভ করলে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত বোধ করেন। ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপে জড়িয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যারূপ পাপিনীকে তাঁর পশ্চাতে দেখতে পেয়ে, ভয়ে সেই পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে চতুর্দিকে ধাবমান হতে লাগলেন। তিনি মানস সরোবরে লক্ষ্মীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে, সেখানে এক হাজার বছর ধরে ধ্যান করেন। সেই সময় নহুষ স্বর্গে ইন্দ্রের প্রতিনিধিরূপে রাজত্ব করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তিনি ইন্দ্রের পত্নী শচীদেবীর রূপে আকৃষ্ট হন এবং সেই পাপবাসনার ফলে তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হন। পরে ইন্দ্র ব্রহ্মর্ষিদের সাহায্যে এক মহান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এইভাবে তিনি ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বৃত্রে হতে ত্রয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ ।
সপালা হ্যভবন্ সদ্যো বিজ্বরা নির্বৃতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃত্রে হতে**—বৃত্রাসুর নিহত হলে; **ত্রয়ঃ লোকাঃ**—ত্রিভুবন (স্বর্গ, মর্ত্য এবং পাতাল); **বিনা**—ব্যতীত; **শক্রেণ**—ইন্দ্র; **ভূরিদ**—প্রভূত দানশীল মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সপালাঃ**—বিবিধ লোকপালগণ সহ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অভবন্**—হয়েছিলেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **বিজ্বরাঃ**—মৃত্যুভয় রহিত; **নির্বৃত**—অত্যন্ত আনন্দিত; **ইন্দ্রিয়াঃ**—যার ইন্দ্রিয়।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে প্রভূত দানশীল মহারাজ পরীক্ষিৎ, বৃত্রাসুর নিহত হলে, ইন্দ্র ব্যতীত লোকপালগণ সহ ত্রিভুবনের সকলেই তখন সন্তাপ রহিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২

দেবর্ষিপিতৃভূতানি দৈত্যা দেবানুগাঃ স্বয়ম্ ।
প্রতিজগ্মুঃ স্বধিষ্ণ্যানি ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয়স্ততঃ ॥ ২ ॥

দেব—দেবতাগণ; **ঋষি**—মহর্ষিগণ; **পিতৃ**—পিতৃগণ; **ভূতানি**—এবং অন্য সমস্ত জীবগণ; **দৈত্যাঃ**—দৈত্যগণ; **দেবানুগাঃ**—দেবতাদের নীতি পালনকারী অন্যান্য লোকের অধিবাসীগণ; **স্বয়ম্**—স্বতন্ত্রভাবে (ইন্দ্রের অনুমতি না নিয়ে); **প্রতিজগ্মুঃ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **স্ব-ধিষ্ণ্যানি**—তাঁদের নিজ নিজ লোকে এবং গৃহে; **ব্রহ্ম**—ব্রহ্মা; **ঈশ**—শিব; **ইন্দ্রাদয়ঃ**—এবং ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাগণ; **ততঃ**—তারপর।

অনুবাদ

তারপর, দেবতা, ঋষি, পিতৃ, ভূত, দৈত্য, দেবানুগগণ এবং ব্রহ্মা, শিব ও ইন্দ্রের অনুগামী দেবতারা সকলে তাঁদের স্বস্থানে প্রস্থান করেছিলেন। যাওয়ার সময় কিন্তু তাঁরা কেউই ইন্দ্রকে কোন সম্ভাষণ করেননি।

তাৎপর্য

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন—

ব্রহ্মেশেন্দ্রাদয় ইতি। ইন্দ্রস্য স্বধিষ্ণ্যগমনং নোপপদ্যতে বৃত্রবধক্ষণ এব ব্রহ্মহত্যোপদ্রবপ্রাপ্তেঃ। তস্মাৎ তত ইত্যনেন মানসসরোবরাদ্ আগত্য প্রবর্তিতাদ্ অশ্বমেধাৎ পরত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্।

ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁদের স্ব-স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র যাননি, কারণ যথার্থ ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করার ফলে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ইন্দ্র মানস-সরোবরে গিয়ে তাঁর পাপ থেকে মুক্ত হন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন এবং তারপর তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্লোক ৩

শ্রীরাজোবাচ

ইন্দ্রস্যানির্বৃতের্হেতুং শ্রোতুমিচ্ছামি ভো মুনে ।
যেনাসন্ সুখিনো দেবা হরের্দুঃখং কুতোঽভবৎ ॥ ৩ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন; **ইন্দ্রস্য**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **অনির্বৃতেঃ**—দুঃখের; **হেতুম্**—কারণ; **শ্রোতুম্**—শুনতে; **ইচ্ছামি**—ইচ্ছা করি; **ভোঃ**—হে প্রভু; **মুনে**—হে মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী; **যেন**—যার দ্বারা; **আসন্**—ছিল; **সুখিনঃ**—অত্যন্ত সুখী; **দেবাঃ**—দেবতারা; **হরেঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **দুঃখম্**—দুঃখ; **কুতঃ**—কোথা থেকে; **অভবৎ**—হয়েছিল।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে মহর্ষে, ইন্দ্রের দুঃখের কি কারণ ছিল? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। তিনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন সমস্ত দেবতারা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তা হলে ইন্দ্র কেন অসুখী ছিলেন?

তাৎপর্য

এটি অবশ্যই অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ প্রশ্ন । যখন কোন অসুরের মৃত্যু হয়, তখন সমস্ত দেবতারা নিশ্চিতরূপে অত্যন্ত সুখী হন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে অন্য সমস্ত

দেবতারা সুখী হলেও ইন্দ্র সুখী হননি। কেন? সেই সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, ইন্দ্রের দুঃখের কারণ ছিল যে, তিনি জানতেন বৃত্রাসুর একজন মহান ভক্ত ও ব্রাহ্মণ। বাহ্য দৃষ্টিতে বৃত্রাসুরকে একজন অসুর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন ভগবানের এক মহান ভক্ত এবং তাই এক মহান ব্রাহ্মণ।

এখানে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাঁরা একটুও আসুরিক বৃত্তিসম্পন্ন নন, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ এবং বলি মহারাজ, তাঁরা বাহ্যত অসুরবংশে জন্মগ্রহণ করতে পারেন অথবা তাঁদেরকে আসুরিক বলে মনে হতে পারে। তাই প্রকৃত সংস্কৃতি অনুসারে, কেবল জন্মের দ্বারা কাউকে দেবতা অথবা দৈত্য বলে বিচার করা উচিত নয়। বৃত্রাসুর যে ভগবানের কত বড় একজন ভক্ত, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তা প্রমাণিত হয়েছিল। অধিকন্তু, ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে যখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তখন বৃত্রাসুর সঙ্কর্ষণের পার্ষদত্ব লাভ করে বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ইন্দ্র সেই কথা জানতেন এবং তাই তিনি বৃত্রাসুরকে বধ করে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়েছিলেন, কারণ প্রকৃতপক্ষে বৃত্রাসুর ছিলেন একজন বৈষ্ণব বা ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নাও হতে পারেন কিন্তু বৈষ্ণব সর্বদাই ব্রাহ্মণ। *পদ্ম-পুরাণে* বলা হয়েছে—

ষট্‌কর্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ ॥

সংস্কার অনুসারে কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারেন এবং মন্ত্রতন্ত্রে বিশারদ হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব না হন, তা হলে তিনি গুরু হতে পারেন না। অর্থাৎ একজন সুদক্ষ ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নাও হতে পারেন, কিন্তু বৈষ্ণব সর্বদাই গুণগতভাবে ব্রাহ্মণ। একজন কোটিপতির কাছে স্বভাবতই হাজার টাকা রয়েছে, কিন্তু যাঁর কাছে হাজার টাকা রয়েছে তিনি কোটিপতি নাও হতে পারেন। বৃত্রাসুর ছিলেন একজন আদর্শ বৈষ্ণব এবং তাই তিনি ব্রাহ্মণও ছিলেন।

শ্লোক ৪

শ্রীশুক উবাচ

বৃত্রবিক্রমসংবিগ্নাঃ সর্বে দেবাঃ সহর্ষিভিঃ ।
তদ্বধায়ার্থয়ন্নিন্দ্রং নৈচ্ছদ্ ভীতো বৃহদ্বধাৎ ॥ ৪ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **বৃত্র**—বৃত্রাসুরের; **বিক্রম**—বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপে; **সংবিগ্নাঃ**—অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে; **সর্বে**—সমস্ত; **দেবাঃ**—দেবতারা; **সহ**

ঋষিভিঃ—মহর্ষিগণ সহ; **তৎ-বধায়**—তাঁকে বধ করার জন্য; **অর্থয়ন্**—অনুরোধ করেছিলেন; **ইন্দ্রম্**—ইন্দ্রকে; **ন ঐচ্ছৎ**—প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; **ভীতঃ**—ভীত হয়ে; **বৃহৎ-বধাৎ**—ব্রহ্মহত্যার ফলে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী উত্তর দিয়েছিলেন—বৃত্রাসুরের বিক্রমে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে বধ করার জন্য সমস্ত ঋষি এবং দেবতাগণ যখন ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যার ভয়ে ভীত হয়ে তাতে অস্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ইন্দ্র উবাচ

স্ত্রীভূদ্রুমজলৈরেনো বিশ্বরূপবধোদ্ভবম্ ।
বিভক্তমনুগৃহ্ণদ্ভির্বৃত্রহত্যাং ক্ব মার্জ্ম্যহম্ ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন; **স্ত্রী**—স্ত্রী; **ভূ**—ভূমি; **দ্রুম**—বৃক্ষ; **জলৈঃ**—এবং জল; **এনঃ**—এই (পাপ); **বিশ্বরূপ**—বিশ্বরূপ; **বধ**—বধ করার ফলে; **উদ্ভবম্**—উৎপন্ন হয়েছিল; **বিভক্তম্**—বিভক্ত; **অনুগৃহ্ণদ্ভিঃ**—আমার প্রতি তাদের অনুগ্রহ প্রদর্শন করে; **বৃত্র-হত্যাম্**—বৃত্রহত্যা; **ক্ব**—কিভাবে; **মার্জ্মি**—কিভাবে মুক্ত হব; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন—বিশ্বরূপকে বধ করার ফলে আমার যে পাপ হয়েছিল তা স্ত্রী, ভূমি, বৃক্ষ এবং জল অনুগ্রহপূর্বক বিভক্ত করে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এখন আর একজন ব্রাহ্মণ বৃত্রাসুরকে বধ করলে, সেই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব?

শ্লোক ৬

শ্রীশুক উবাচ

ঋষয়স্তদুপাকর্ণ্য মহেন্দ্রমিদমব্রুবন্ ।
যাজয়িষ্যাম ভদ্রং তে হয়মেধেন মা স্ম ভৈঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **তৎ**—তা; **উপাকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **মহা-ইন্দ্রম্**—দেবরাজ ইন্দ্রকে; **ইদম্**—এই; **অব্রুবন্**—

বলেছিলেন; **যাজয়িষ্যামঃ**—আমরা এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করব; **ভদ্রম্**—মঙ্গল; **তে**—তোমার; **হয়মেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **মা স্ম ভৈঃ**—ভয় করো না।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—দেবরাজ ইন্দ্রের সেই বাক্য শ্রবণ করে মহান ঋষিগণ বলেছিলেন, "হে দেবরাজ, তোমার মঙ্গল হবে। তুমি সেই জন্য কোন ভয় করো না। আমরা তোমাকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ করাব, তার ফলে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ থেকে তুমি মুক্ত হবে।"

শ্লোক ৭

হয়মেধেন পুরুষং পরমাত্মানমীশ্বরম্ ।
ইষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মোক্ষ্যসেঽপি জগদ্বধাৎ ॥ ৭ ॥

হয়মেধেন—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরমাত্মানম্**—পরমাত্মা; **ঈশ্বরম্**—পরম ঈশ্বর; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **নারায়ণম্**—নারায়ণকে; **দেবম্**—ভগবান; **মোক্ষ্যসে**—তুমি মুক্ত হবে; **অপি**—ও; **জগৎ-বধাৎ**—সমস্ত জগৎ বধজনিত পাপ থেকে।

অনুবাদ

ঋষিরা বললেন—হে ইন্দ্র, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা পরম পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান করার ফলে, তুমি সমস্ত জগৎ বধজনিত পাপ থেকেও মুক্ত হতে পারবে, অতএব বৃত্রবধের আর কি কথা।

শ্লোক ৮-৯

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহাচার্যহাঘবান্ ।
শ্বাদঃ পুল্কসকো বাপি শুদ্ধ্যেরন্ যস্য কীর্তনাৎ ॥ ৮ ॥
তমশ্বমেধেন মহামখেন
শ্রদ্ধান্বিতোঽস্মাভিরনুষ্ঠিতেন ।
হত্বাপি সব্রহ্মচরাচরং ত্বং
ন লিপ্যসে কিং খলনিগ্রহেণ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম-হা—ব্রহ্মঘাতী; **পিতৃ-হা**—পিতৃহন্তা; **গো-ঘ্নঃ**—গো-হত্যাকারী; **মাতৃ-হা**—মাতৃ-হত্যাকারী; **আচার্য-হা**—গুরু-হত্যাকারী; **অঘবান্**—এই প্রকার পাপী; **শ্ব-অদঃ**—শ্বপচ; **পুল্কসকঃ**—চণ্ডাল; **বা**—অথবা; **অপি**—ও; **শুদ্ধ্যেরন্**—শুদ্ধ হতে পারে; **যস্য**—যাঁর (ভগবান নারায়ণের); **কীর্তনাৎ**—দিব্য নাম কীর্তনের ফলে; **তম্**—তাঁকে; **অশ্বমেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **মহা-মখেন**—সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ; **শ্রদ্ধান্বিতঃ**—শ্রদ্ধাযুক্ত; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা; **অনুষ্ঠিতেন**—অনুষ্ঠিত; **হত্বা**—হত্যা করে; **অপি**—ও; **স-ব্রহ্ম-চরাচরম্**—ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত জীব; **ত্বম্**—তুমি; **ন**—না; **লিপ্যসে**—কলুষিত হবে; **কিম্**—কি কথা; **খল-নিগ্রহেণ**—এক দুষ্ট অসুরকে হত্যা করার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীনারায়ণের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে ব্রাহ্মণ, গাভী, পিতা, মাতা অথবা গুরুহত্যার পাপ থেকেও মুক্ত হওয়া যায়। শূদ্রাধম শ্বপচ এবং চণ্ডাল আদি পাপীরা পর্যন্ত এইভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। আর তুমি ভক্তিমান এবং আমরা তোমাকে মহান অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে সাহায্য করব। তুমি যদি এইভাবে ভগবান নারায়ণের প্রসন্নতা বিধান কর, তা হলে তুমি ব্রাহ্মণ সহ সমস্ত প্রাণিহত্যা করলেও পাপে লিপ্ত হবে না, অতএব বৃত্রাসুরের মতো দুষ্ট অসুরহত্যা-জনিত পাপের আর কি কথা।

তাৎপর্য

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে বলা হয়েছে—

নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ ।
তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥

জগদানন্দ পণ্ডিতের *প্রেমবিবর্তেও* বলা হয়েছে—

এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয় ।
বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয় ॥

অর্থাৎ ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের ফলে, কল্পনার অতীত পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের পবিত্র নাম এমনই চিন্ময় শক্তি সমন্বিত যে, তা কীর্তনের ফলেই সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অতএব যাঁরা নিয়মিতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন অথবা ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, তাঁদের আর কি কথা? এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের পাপমোচন নিশ্চিতভাবেই হবে।

কিন্তু তা বলে নামবলে পাপাচরণ করা উচিত নয়। সেটি নাম প্রভুর চরণে সব চাইতে গর্হিত অপরাধ। *নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধিঃ* —ভগবানের নাম অবশ্যই সমস্ত পাপ ক্ষয় করতে পারে, কিন্তু কেউ যদি নাম-বলে পাপাচরণ করে, তা হলে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় অপরাধ।

এই শ্লোকগুলিতে অনেক প্রকার পাপকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। *মনু-সংহিতায়* নিম্নলিখিত নামগুলি দেওয়া হয়েছে। শূদ্রা মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণ পিতার সন্তানকে বলা হয় *পারশব* বা *নিষাদ* অর্থাৎ চৌর্য প্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যাধ। শূদ্রা রমণীর গর্ভে নিষাদের পুত্রকে বলা হয় *পুল্কশ* । শূদ্র কন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের পুত্রকে বলা হয় *উগ্র* । ক্ষত্রিয় কন্যার গর্ভে শূদ্র পিতার পুত্রকে বলা হয় *ক্ষত্তা* । নিম্নবর্ণের স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়ের সন্তানকে বলা হয় *শ্বাদ* বা *শ্বপচ* । এই প্রকার সন্তানদের অত্যন্ত পাপী বলে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম এতই শক্তিশালী যে, কেবলমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে তারা সকলেই পবিত্র হতে পারে।

হরেকৃষ্ণ আন্দোলন জন্ম বা কুলের বিচার না করে, সকলকেই পবিত্র হওয়ার সুযোগ প্রদান করছে। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (২/৪/১৮) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥

"কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কশ, আভীর, শুম্ভ, যবন, খস তথা অন্যান্য সমস্ত জাতির পাপাসক্ত মানুষেরা যাঁর ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে শুদ্ধ হতে পারে, আমি সেই পরম শক্তিশালী পরমেশ্বর ভগবানকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" এই প্রকার পাপীরাও যদি শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে, তা হলে নিশ্চিতভাবে পবিত্র হতে পারে।

এখানে ঋষিরা ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপের ভয় থাকা সত্ত্বেও বৃত্রাসুরকে বধ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং তাঁরা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁর সেই পাপ মোচন হবে। কিন্তু এই প্রকার উদ্দেশ্য- মূলক প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপ মোচন হয় না। তা আমরা পরবর্তী শ্লোকে দেখতে পাব।

শ্লোক ১০

শ্রীশুক উবাচ

এবং সঞ্চোদিতো বিপ্রৈর্মরুত্বানহনদ্রিপুম্ ।
ব্রহ্মহত্যা হতে তস্মিন্নাসসাদ বৃষাকপিম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **সঞ্চোদিতঃ**—অনুপ্রাণিত হয়ে; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **মরুত্বান্**—ইন্দ্র; **অহনৎ**—হত্যা করেছিলেন; **রিপুম্**—তাঁর শত্রু বৃত্রাসুরকে; **ব্রহ্ম-হত্যা**—ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ; **হতে**—নিহত হয়েছিলেন; **তস্মিন্**—তিনি (বৃত্রাসুর) যখন; **আসসাদ**—আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; **বৃষাকপিম্**—ইন্দ্র, যাঁর আর এক নাম বৃষাকপি।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—ঋষিদের বাক্যে অনুপ্রাণিত হয়ে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন, কিন্তু বৃত্রাসুর নিহত হলে, সেই ব্রহ্মহত্যার পাপ ইন্দ্রকে আশ্রয় করেছিল।

তাৎপর্য

বৃত্রাসুরকে বধ করার পর ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ এড়াতে পারেননি। পূর্বে তিনি পরিস্থিতি-জনিত ক্রোধের বশে এক ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন, কিন্তু এখন ঋষিদের অনুরোধে তিনি সুপরিকল্পিতভাবে আর একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করলেন। তাই এই পাপের ফল অত্যন্ত গুরুতর ছিল। কেবল প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে ইন্দ্রের পক্ষে সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না। তাঁকে তাঁর পাপের কঠোর ফল ভোগ করতে হয়েছিল এবং তারপর তিনি যখন তা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তখনই কেবল ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দিয়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন। ভগবানের পবিত্র নামের বলে জেনে শুনে পাপাচরণ করা অথবা প্রায়শ্চিত্ত করার দ্বারা কেউই পাপমুক্ত হতে পারেন না, এমন কি ইন্দ্র অথবা নহুষ তা পারেননি। ইন্দ্র যখন স্বর্গে অনুপস্থিত ছিলেন, তখন নহুষ তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যে পাপ করেছিলেন তা মোচন করার জন্য সর্বত্র ভ্রমণ করেও তিনি সার্থক হতে পারেননি।

শ্লোক ১১

তয়েন্দ্রঃ স্মাসহৎ তাপং নির্বৃতির্নামুমাবিশৎ ।
হ্রীমন্তং বাচ্যতাং প্রাপ্তং সুখয়ন্ত্যপি নো গুণাঃ ॥ ১১ ॥

তয়া—সেই কর্মের দ্বারা; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **অসহৎ**—ভোগ করেছিলেন; **তাপম্**—দুঃখ; **নির্বৃতিঃ**—সুখ; **নঃ**—না; **অমুম্**—তাঁকে; **আবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **হ্রীমন্তম্**—লজ্জাশীল; **বাচ্যতাম্**—অপযশ; **প্রাপ্তম্**—প্রাপ্ত হয়ে; **সুখয়ন্তি**—সুখ প্রদান করে; **অপি**—যদিও; **নো**—না; **গুণাঃ**—ঐশ্বর্য আদি লাভ।

অনুবাদ

দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেছিলেন এবং সেই পাপের ফলে তাঁকে দুঃখ ভোগ করতে হয়েছিল। অন্যান্য দেবতারা যদিও তার ফলে সুখী হয়েছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র সুখী হতে পারেননি। ঐশ্বর্য, ধৈর্য আদি অন্যান্য সদ্‌গুণ তাঁকে সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেনি।

তাৎপর্য

পাপকর্ম করে যদি ঐশ্বর্য লাভও হয়, তা হলেও সুখী হওয়া যায় না। ইন্দ্র এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। লোকেরা তাঁকে এই বলে নিন্দা করতে শুরু করেছিল, "এই ব্যক্তি স্বর্গসুখ ভোগ করার জন্য ব্রহ্মহত্যা করেছে।" তাই স্বর্গের রাজা হওয়া সত্ত্বেও এবং জড় ঐশ্বর্য ভোগ করা সত্ত্বেও, জনসাধারণের এই অভিযোগের ফলে ইন্দ্র অসুখী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২-১৩

তাং দদর্শানুধাবন্তীং চাণ্ডালীমিব রূপিণীম্ ।
জরয়া বেপমানাঙ্গীং যক্ষ্মগ্রস্তামসৃক্‌পটাম্ ॥ ১২ ॥
বিকীর্য পলিতান্ কেশাংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষিণীম্ ।
মীনগন্ধ্যসুগন্ধেন কুর্বতীং মার্গদূষণম্ ॥১৩ ॥

তাম্—সেই পাপ; **দদর্শ**—তিনি দেখেছিলেন; **অনুধাবন্তীম্**—পশ্চাদ্ধাবন করে; **চাণ্ডালীম্**—চণ্ডালী; **ইব**—সদৃশ; **রূপিণীম্**—রূপী; **জরয়া**—বার্ধক্যবশত; **বেপমান-অঙ্গীম্**—যার অঙ্গ কম্পিত হচ্ছিল; **যক্ষ্ম-গ্রস্তাম্**—যক্ষ্মা-রোগাক্রান্ত; **অসৃক্-পটাম্**—

যার বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত; **বিকীর্য**—বিক্ষিপ্ত করে; **পলিতান্**—পক্ক; **কেশান্**—কেশ; **তিষ্ঠ তিষ্ঠ**—দাঁড়াও, দাঁড়াও; **ইতি**—এইভাবে; **ভাষিণীম্**—বলে; **মীন-গন্ধি**—মাছের গন্ধ; **অসু**—যার শ্বাস; **গন্ধেন**—দুর্গন্ধের দ্বারা; **কুর্বতীম্**—করে; **মার্গ-দূষণম্**—সারা পথ দূষিত।

অনুবাদ

ইন্দ্র দেখলেন, চণ্ডালীর মতো মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে আসছে। তার দেহ জরাগ্রস্ত এবং তার ফলে তার অঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। সে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত এবং তাই তার দেহ ও পরিধেয় বস্ত্র রক্তে রঞ্জিত। তার শ্বাসবায়ু মৎস্যের মতো অসহ্য দুর্গন্ধ ত্যাগ করছে এবং তাতে পথ পর্যন্ত দূষিত হয়ে গিয়েছে। সে ইন্দ্রকে "দাঁড়াও, দাঁড়াও" বলে পশ্চাদ্ধাবন করছে।

তাৎপর্য

যক্ষ্মারোগ হলে প্রায়ই রক্তবমি হয় এবং তার ফলে পরিচ্ছদ রক্তাক্ত হয়।

শ্লোক ১৪

নভো গতো দিশঃ সর্বাঃ সহস্রাক্ষো বিশাম্পতে ।
প্রাগুদীচীং দিশং তূর্ণং প্রবিষ্টো নৃপ মানসম্ ॥ ১৪ ॥

নভঃ—আকাশে; **গতঃ**—গিয়ে; **দিশঃ**—দিকে; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সহস্রাক্ষঃ**—ইন্দ্র, যিনি এক হাজার চক্ষু সমন্বিত; **বিশাম্পতে**—হে রাজন্; **প্রাক্-উদীচীম্**—উত্তর-পূর্ব; **দিশম্**—দিকে; **তূর্ণম্**—অত্যন্ত দ্রুতবেগে; **প্রবিষ্টঃ**—প্রবেশ করেছিলেন; **নৃপ**—হে রাজন্; **মানসম্**—মানস-সরোবরে।

অনুবাদ

হে রাজন্, ইন্দ্র প্রথমে আকাশে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু সেখানেও তিনি দেখলেন যে মূর্তিমতী ব্রহ্মহত্যা তাঁকে অনুসরণ করছে। তিনি যেখানেই গেলেন, সেখানেই সেই পিশাচী তাঁকে অনুসরণ করেছিল। অবশেষে তিনি দ্রুতবেগে উত্তর-পূর্ব কোণে মানস সরোবরে প্রবেশ করেছিলেন।

শ্লোক ১৫

স আবসৎ পুষ্করনালতন্তূ-
নলব্ধভোগো যদিহাগ্নিদূতঃ ।
বর্ষাণি সাহস্রমলক্ষিতোঽন্তঃ
সঞ্চিন্তয়ন্ ব্রহ্মবধাদ্ বিমোক্ষম্ ॥ ১৫ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); **আবসৎ**—বাস করেছিলেন; **পুষ্কর-নাল-তন্তূন্**—পদ্মনাল তন্তুতে; **অলব্ধ-ভোগঃ**—কোন প্রকার জড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না প্রাপ্ত হয়ে (প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড়-জাগতিক আবশ্যকতাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়ে); **যৎ**—যা; **ইহ**—এখানে; **অগ্নি-দূতঃ**—অগ্নিদেবরূপ দূত; **বর্ষাণি**—দিব্য বৎসর; **সাহস্রম্**—এক হাজার; **অলক্ষিতঃ**—অদৃশ্য; **অন্তঃ**—তার অন্তরে; **সঞ্চিন্তয়ন্**—সর্বদা চিন্তা করে; **ব্রহ্ম-বধাৎ**—ব্রহ্মহত্যা থেকে; **বিমোক্ষম্**—মুক্তি।

অনুবাদ

ইন্দ্র সেই মানস সরোবরে অন্যের অলক্ষিতভাবে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ থেকে মুক্তির উপায় চিন্তা করতে করতে পদ্মনাল তন্তুতে এক হাজার বছর বাস করেছিলেন। অগ্নিদেব সমস্ত যজ্ঞের ভাগ তাঁর জন্য আনয়ন করতেন, কিন্তু জলে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল বলে, এই দীর্ঘকাল দেবরাজ ইন্দ্র প্রায় অনাহারেই ছিলেন।

শ্লোক ১৬

তাবৎ ত্রিণাকং নহুষঃ শশাস
বিদ্যাতপোযোগবলানুভাবঃ ।
স সম্পদৈশ্বর্যমদান্ধবুদ্ধি-
র্নীতস্তিরশ্চাং গতিমিন্দ্রপত্ন্যা ॥ ১৬ ॥

তাবৎ—ততদিন পর্যন্ত; **ত্রিণাকম্**—স্বর্গলোক; **নহুষঃ**—নহুষ; **শশাস**—শাসন করেছিলেন; **বিদ্যা**—বিদ্যা; **তপঃ**—তপস্যা; **যোগ**—যোগশক্তি; **বল**—এবং বলের দ্বারা; **অনুভাবঃ**—সমন্বিত হয়ে; **সঃ**—তিনি (নহুষ); **সম্পৎ**—সম্পদ; **ঐশ্বর্য**—এবং ঐশ্বর্যের; **মদ**—গর্বে; **অন্ধ**—অন্ধ; **বুদ্ধিঃ**—তাঁর বুদ্ধি; **নীতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **তিরশ্চাম্**—সর্পের; **গতিম্**—গতি; **ইন্দ্র-পত্ন্যা**—ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

যে পর্যন্ত ইন্দ্র জলে পদ্মনাল তন্তুতে বাস করছিলেন, সেই সময় পর্যন্ত নহুষ তাঁর বিদ্যা, তপস্যা এবং যোগবলে স্বর্গলোক শাসন করার যোগ্যতা-সম্পন্ন হওয়ার ফলে, স্বর্গরাজ্য শাসন করেছিলেন। কিন্তু নহুষ সম্পদ ও ঐশ্বর্যগর্বে মদান্ধ হয়ে ইন্দ্রপত্নী শচীকে ভোগ করার অবৈধ বাসনা করেন। তার ফলে নহুষ ব্রহ্মশাপে সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৭

ততো গতো ব্রহ্মগিরোপহূত
ঋতম্ভরধ্যাননিবারিতাঘঃ ।
পাপস্তু দিগ্‌দেবতয়া হতৌজা-
স্তং নাভ্যভূদবিতং বিষ্ণুপত্ন্যা ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তারপর; **গতঃ**—গিয়ে; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণের; **গিরা**—বাক্যের দ্বারা; **উপহূতঃ**—আমন্ত্রিত হয়ে; **ঋতম্ভর**—সত্যপালক পরমেশ্বরের; **ধ্যান**—ধ্যানের দ্বারা; **নিবারিত**—নিবারিত; **অঘঃ**—যাঁর পাপ; **পাপঃ**—পাপকর্ম; **তু**—তখন; **দিক্-দেবতয়া**—রুদ্রদেবের দ্বারা; **হত-ওজাঃ**—যাঁর বল ক্ষয় হয়েছিল; **তম্**—তাঁকে (ইন্দ্রকে); **ন অভ্যভূৎ**—পরাভূত করতে পারেনি; **অবিতম্**—সংরক্ষিত হয়ে; **বিষ্ণু-পত্ন্যা**—বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা।

অনুবাদ

দিক দেবতা শ্রীরুদ্রের প্রভাবে ইন্দ্রের পাপ ক্ষীণ হয়েছিল। ইন্দ্র যেহেতু মানস-সরোবরের পদ্মবনস্থিত বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর পাপ তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। চরমে ইন্দ্র নিষ্ঠা সহকারে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার ফলে, তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তিনি ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণে পুনরায় স্বর্গলোকে ফিরে গিয়ে দেবরাজের পদে অধিষ্ঠিত হন।

শ্লোক ১৮

তং চ ব্রহ্মর্ষয়োঽভ্যেত্য হয়মেধেন ভারত ।
যথাবদ্দীক্ষয়াঞ্চক্রুঃ পুরুষারাধনেন হ ॥ ১৮ ॥

তম্—তাঁকে (দেবরাজ ইন্দ্রকে); **চ**—এবং; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **অভ্যেত্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **হয়মেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞে; **ভারত**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **যথাবৎ**—নিয়মানুসারে; **দীক্ষয়াম্ চক্রুঃ**—দীক্ষিত করেছিলেন; **পুরুষ-আরাধনেন**—পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা সমন্বিত; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

হে রাজন্, দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে ফিরে গেলে, ব্রহ্মর্ষিরা তাঁর কাছে এসে পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞে তাঁকে যথাযথভাবে দীক্ষিত করেছিলেন।

শ্লোক ১৯-২০

অথেজ্যমানে পুরুষে সর্বদেবময়াত্মনি ।
অশ্বমেধে মহেন্দ্রেণ বিততে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥
স বৈ ত্বাষ্ট্রবধো ভূয়ানপি পাপচয়ো নৃপ ।
নীতস্তেনৈব শূন্যায় নীহার ইব ভানুনা ॥ ২০ ॥

অথ—অতএব; **ইজ্যমানে**—পূজিত হয়ে; **পুরুষে**—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্ব**—সমস্ত; **দেব-ময়-আত্মনি**—পরমাত্মা এবং দেবতাদের পালক; **অশ্বমেধে**—অশ্বমেধ যজ্ঞের মাধ্যমে; **মহা-ইন্দ্রেণ**—দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা; **বিততে**—অনুষ্ঠিত হলে; **ব্রহ্ম-বাদিভিঃ**—বৈদিক জ্ঞানে পারদর্শী ব্রাহ্মণ এবং ঋষিদের দ্বারা; **সঃ**—তা; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **ত্বাষ্ট্র-বধঃ**—ত্বষ্টার পুত্র বৃত্রাসুরের বধ; **ভূয়ান্**—হতে পারে; **অপি**—যদিও; **পাপচয়ঃ**—পাপসমূহ; **নৃপ**—হে রাজন্; **নীতঃ**—আনীত; **তেন**—তার দ্বারা (অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা); **এব**—নিশ্চিতভাবে; **শূন্যায়**—শূন্যে; **নীহারঃ**—কুজ্ঝটিকা; **ইব**—সদৃশ; **ভানুনা**—উজ্জ্বল সূর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

ব্রহ্মর্ষিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ যজ্ঞ ইন্দ্রকে তাঁর সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করেছিল, কারণ তিনি সেই যজ্ঞে পরমেশ্বর ভগবানের অর্চনা করেছিলেন। হে রাজন্, তিনি যদিও মহাপাপ করেছিলেন, তবুও সূর্যের তেজে কুজ্ঝটিকা যেমন বিনষ্ট হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে তাঁর পাপ বিনষ্ট হয়েছিল।

শ্লোক ২১

স বাজিমেধেন যথোদিতেন
বিতায়মানেন মরীচিমিশ্রৈঃ ।
ইষ্ট্বাধিযজ্ঞং পুরুষং পুরাণ-
মিন্দ্রো মহানাস বিধূতপাপঃ ॥ ২১ ॥

সঃ—তিনি (ইন্দ্র); **বাজিমেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **যথা**—যেমন; **উদিতেন**—বর্ণিত; **বিতায়মানেন**—অনুষ্ঠিত হয়ে; **মরীচি-মিশ্রৈঃ**—মরীচি আদি পুরোহিতদের দ্বারা; **ইষ্ট্বা**—পূজা করে; **অধিযজ্ঞম্**—পরম পরমাত্মা; **পুরুষম্ পুরাণম্**—পুরাণ পুরুষ ভগবান; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **মহান্**—পূজ্য; **আস**—হয়েছিলেন; **বিধূত-পাপঃ**—সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র মরীচি আদি মহর্ষিদের দ্বারা অনুগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁরা পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ ভগবানের আরাধনা করে যথাবিধি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। তার ফলে ইন্দ্র পাপমুক্ত হয়ে তাঁর মহান পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং সকলের পূজ্য হয়েছিলেন।

শ্লোক ২২-২৩

ইদং মহাখ্যানমশেষপাপ্মনাং
প্রক্ষালনং তীর্থপদানুকীর্তনম্ ।
ভক্ত্যুচ্ছ্রয়ং ভক্তজনানুবর্ণনং
মহেন্দ্রমোক্ষং বিজয়ং মরুত্বতঃ ॥ ২২ ॥
পঠেয়ুরাখ্যানমিদং সদা বুধাঃ
শৃণ্বন্ত্যথো পর্বণি পর্বণীন্দ্রিয়ম্ ।
ধন্যং যশস্যং নিখিলাঘমোচনং
রিপুঞ্জয়ং স্বস্ত্যয়নং তথায়ুষম্ ॥ ২৩ ॥

ইদম্—এই; **মহা-আখ্যানম্**—মহান ঐতিহাসিক ঘটনা; **অশেষ-পাপ্মনাম্**—অসীম পাপরাশির; **প্রক্ষালনম্**—বিধৌত করে; **তীর্থপদ-অনুকীর্তনম্**—তীর্থপদ ভগবানের

মহিমা কীর্তন করে; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তির; **উচ্ছ্রয়ম্**—বর্ধনকারী; **ভক্ত-জন**—ভক্তগণ; **অনুবর্ণনম্**—বর্ণনা করে; **মহা-ইন্দ্র-মোক্ষম্**—দেবরাজ ইন্দ্রের মুক্তি; **বিজয়ম্**—বিজয়; **মরুত্বতঃ**—দেবরাজ ইন্দ্রের; **পঠেয়ুঃ**—পাঠ করা কর্তব্য; **আখ্যানম্**—বর্ণনা; **ইদম্**—এই; **সদা**—সর্বদা; **বুধাঃ**—বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ; **শৃণ্বন্তি**—শ্রবণ করেন; **অথো**—ও; **পর্বণি পর্বণি**—মহা উৎসবে; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়ের পটুতা প্রদান করে; **ধন্যম্**—ধন প্রদান করে; **যশস্যম্**—যশ আনয়ন করে; **নিখিল**—সমস্ত; **অঘ-মোচনম্**—পাপ থেকে মুক্ত করে; **রিপুম্-জয়ম্**—শত্রুদের জয় করে; **স্বস্তি-অয়নম্**—সকলের সৌভাগ্য আনয়ন করে; **তথা**—তেমনই; **আয়ুষম্**—আয়ু।

অনুবাদ

এই আখ্যানটি অত্যন্ত মহৎ, এতে তীর্থপদ নারায়ণের মাহাত্ম্য, ভক্তির উৎকর্ষ প্রতিপাদন, ভক্তদের কথা, দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ থেকে মুক্তি এবং অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর জয় লাভের বর্ণনা হয়েছে। এই ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করার দ্বারা মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং, বিদ্বান ব্যক্তিদের সর্বদা এই আখ্যানটি পাঠ করার উপদেশ দেওয়া হয়। কেউ যদি তা করেন, তা হলে তিনি তাঁর ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে দক্ষতা অর্জন করবেন, তাঁর ধন বৃদ্ধি হবে এবং তাঁর যশ বিস্তৃত হবে। তার ফলে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুদের পরাভূত করবেন এবং তাঁর আয়ু বৃদ্ধি হবে। যেহেতু এই আখ্যানটি সর্বতোভাবে কল্যাণকর, তাই বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা প্রতি শুভ উৎসবে তা শ্রবণ এবং কীর্তন করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের 'দেবরাজ ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ' নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।